উপজেলা মৎস্য দপ্তর, গাবতলি, বগুড়া।
ক্ষুদ্র উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ইনোভেশন আইডিয়া

শিরোনামঃ- বগুড়া জেলা গাবতলি উপজেলা সমগ্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাছচাষে প্রযুক্তি নির্ভর। এখানে প্রতি হেক্টরে অধিক ঘনত্বে মাছচাষ করা হয়। গাবতলি উপজেলার মাছ চাষের পটভূমির আলোকে যেহেতু অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করা হয় ফলে মাটি, পানির গুনাগুন অক্ষুন্ন রাখতে পুকুরের তথা পানির পরিবেশের ব্যবস্থাপনা করতে হয়। পুকুরের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা করা অত্যন্ত কঠিন। IOT ব্যবহারের মা্যেমে আমরা তা সহজ করতে পারি। তাই গাবতলি উপজেলার ইনোভেশন আইডিয়া শিরোনাম " আওটি (IOT) এর মাধ্যমে মৎস্য খামার পরিচালনা"।

১. পটভূমিঃ-

বাংলাদেশের বিদ্যমান জনগোষ্টির নিরাপদ পুষ্টির চাহিদা, বেকার সমস্য দুরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে এবং ক্ষুদামুক্ত দারিদ্র মুক্ত সমাজ গঠনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিশনারী নেতৃত্বের দৃপ্ত ঘোষনা এক ইঞ্চি জমিও পতিত রাখা যাবে না । এ ঘোষনার আলোকে সকল ধরনের মৎস্য সেবা জনগনের দোর গোড়ায় পৌছাতে সরকার নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় IOT এর মাধ্যমে মৎস্য খামারের পরিচালনা/ব্যবসাথাপনা করা যাতে মৎস্য খামারে মাছের উৎপাদন বাড়ে এবং মাছ চাষে ব্যয় কমে। গাবতলি উপজেলার ১২ (বার) টি ইউনিয়ন ও ০১ (এক) পৌসভায় মৎস্যচাষীগণ তাদের জলাশয়ে প্রায় ২৭ টির বেশি এরেটর এবং প্রায় ২৮ টির ও বেশি পানি সেচের পাম্প ব্যবহার করে। এছাড়াও প্রত্যকটি খামারে নিরাপত্তার জন্য লাইট/আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়। কখনও কখনও নিরাপত্তার ও ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য IP ক্যামেরা ও ফিডার ব্যবহার করা হয়। সব ধরনের ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি সমূহ রিমোটের মাধ্যমে ব্যবহার করা সম্ভব হলে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে ফলে মাছ চাষে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব হবে যা আমাদের মৎস্য সেক্টরে উন্নয়নের গতিকে আরও তরান্বিত করবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খামারের ব্যবস্থাপনা সহজীকরণের লক্ষ্যে এ উদ্যোগটি গহন করা হয়।

২. উদ্যোগটি কেন গ্রহন করা হয়ঃ-

মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাছের উপযুক্ত আবাসস্থল এবং উন্নত পুযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগনকে হাতে কলমে শেখানোর মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা । আধুনিক পদ্ধতিতে মাছচাষের ক্ষেত্রে জলাশয়ের মাটি/ পানির গুনাগুন বজায় রাখতে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি যেমন অ্যারেটর, পানির পাম্প, ফিডার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, কখনও কখনও নিরাপত্তার জন্য ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এ সব ইলেকট্রিক ডিভাইস মোবাইল অ্যাপের সাহয্যে সেন্সর ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে ইচ্ছামত পরিচালনা করা যায় ফলে মৎস্যচাষী নিশ্চিন্তে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছচাষ করতে পারে। আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে মাছচাষের ফলে চাষীর মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিপায় ফলে মৎস্যচাষী আর্থিকভাবে অধিক লাভবান হয় এবং ইলেকট্রিক ডিভাইস সমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থ ও সময় সাশ্রয়ের কারনে চাষীর আর্থিকভাবে লাভবান হয় ও সময় বাঁচে, অতিরিক্ত সময় সে অন্য কাজে ব্যবহার করে লাভবান হতে পারে।

৩. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

উপজেলায় ০১ টি করে IOT Based খামার পরিচালনা করা।

৪. লগ ফ্রেইম (Log Frame)

ক্র. নং	কার্যক্রম	সময়কাল (২০২৩-২৪)						
		সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
১	উপজেলা ভিত্তিক অ্যারেটর/পাম্প ব্যবহারকারী তালিকা প্রস্তুতকরণ							
২	তালিকা উপজেলা মৎস্য দপ্তরে প্রেরণ							
৩	উপজেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক উপযুক্ত খামারী যাচাই বাছাইকরণ							
৪	উপজেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক ধারনা বাস্তবায়ন							
৫	ইনোভেশন আইডিয়া Web page এ আপলোড							

৫. প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

- খামার পরিদর্শন সংখ্যা কমলে মাছ চাষে মৎস্যচাষিদের কর্মঘন্টা হ্রাস পাব যা অন্য কাজে ব্যয় করে চাষীরা লাভবান হবে।
- মাছচাষে ব্যবহৃত সকল ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলবে বিধায় চাষী টেনশন মুক্ত মাছচাষ করতে পারবে।
- মাছচাষে অর্থের সাশ্রয় হবে।
- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খামারীর আয় বাড়বে।

নোট: ওয়েব পোর্টালে সহজে খুজে পাওয়ার সুবিধার্থে এই তথ্য ওয়েব পোর্টালের মেইন মেনু বারে বা সেবা বক্সে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(আরিফ আহমেদ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অঃদাঃ)
গাবতলি, বগুড়া।
ফোনঃ ০২৫৮৯৯১০৩১৬
ufogabtali@fisheries.gov.bd